পরিক্রমা

লীলাময়ী

অবতারলীলার সঙ্গে ভারতবর্ষ সুপরিচিত। তাঁদের আবির্ভাব, কর্মপ্রেরণা ও দিব্যভাব যুগে যুগে যুগান্তর রচনা করেছে; বিরাট জনমানসে এনেছে অভূতপূর্ব পরিবর্তন। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্যের জীবন আমাদের চেতনায় বন্যা এনেছে, বপন করেছে নবতর সভ্যতার বীজ, ঈশ্বর-আরাধনার নতুন নতুন পথ, নতুন নতুন ভাব। যখনই চরম দুর্দশার গ্লানি গ্রাস করেছে মানবসত্তাকে, ধর্মের প্রশস্ত রাজপথ কলুষিত ও লুপ্তপ্রায়, তখনই ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি জেগে উঠেছে নতুন মহামানবদের কেন্দ্র করে। তাঁদের ভাবের বিরাট প্রবাহ সভ্যতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে সিক্ত, নিষিক্ত করেছে মানুষের জীবন। স্তব্ধ, সংকুচিত মানসকে গতি দিয়ে চলমান করেছে।

চিরকালই অবতারলীলার অন্তরালে কাজ করে শক্তির সক্রিয় সহযোগিতা। অবতারলীলার সংঘটন হয় শক্তির সক্রিয়তায়। সে-শক্তি কখনও দেবীলীলায়, কখনও বা মনুষ্যশরীরধারিণী মহামায়ার প্রেরণায়। স্ফুরিত ব্রহ্ম ওই শক্তির সঙ্গে অভিন্ন—''শুয়ে থাকলেও সাপ, হেললে দুললেও সাপ।'' ব্রহ্ম নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয় কিন্তু যখন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন তখন তিনি শক্তি।

আমাদের আঠারোটি মহাপুরাণ, আঠারোটি উপপুরাণ এবং চৌষট্টি তন্ত্রে ভগবতী মহামায়া কত নাম ও রূপ যে ধারণ করেছেন তার সংখ্যা নির্ণয় করাও কঠিন। আজ আশ্বিনের সূচনায় শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর সেইসব নামরূপের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রণতি নিবেদন করে দেবীপক্ষ সার্থক ও সুন্দর করার অবকাশ এসেছে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণের শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থ আমাদের দেবীলীলার প্রাঙ্গণে নিয়ে আসে। প্রথম থেকেই দেখি দেবী বহুরূপে লীলা করছেন। প্রথম চরিত্রে প্রজাপতি ব্রহ্মার আকুল আহ্বানে সেই তামসী দেবী ভগবান বিষ্ণুর সুষুপ্ত অবস্থা থেকে তাঁকে জাগ্রত করেন। তাঁর রূপও অদৃষ্টপূর্ব—দশটি হাত, দশটি পা, দশটি মাথা। তাঁকে মহাকালীও বলা হয় কিন্তু রূপভেদে তিনি তামসী—তমোগুণময়ী। বিশ্বকে তিনি ঘুম পাড়িয়ে অচেতন করে রাখেন।

মধ্যম চরিত্রের দেবী মহালক্ষ্মী। তিনি সমস্ত দেবতার ক্রোধাগ্নি-সঞ্জাত। বিশাল পর্বতের মতন জ্বলন্ত জ্যোতিঃপুঞ্জ থেকে প্রকটিত সহস্রবাহুযুক্ত এক আকাশপাতাল-ছোঁয়া দেবীমূর্তি। দেবতারা সকলে অস্ত্র-শস্ত্র-বস্ত্র-আভরণে তাঁকে সাজিয়ে দিলেন। তিনি অট্টহাসিতে গগন পূর্ণ করলেন। তিনিই মহিষমর্দিনী। চণ্ডরূপা চণ্ডী।

উত্তর চরিত্রের দেবী মহাসরস্বতী। তিনি অষ্টভুজা। পার্বতীর দেহকোষ-নিঃসৃতা এক অদ্ভুত রূপলাবণ্যবতী কন্যা। তাঁকে কেন্দ্র করেই দেবতাদের অন্তর্লীন শক্তিসমূহের জাগরণ। শ্রীশ্রীচণ্ডীর বর্ণনানুসারে তাঁরা হলেন ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী (বিষ্ণুর যজ্ঞবরাহরূপের শক্তি), নারসিংহী (বিষ্ণুর নৃসিংহরূপের শক্তি), ইন্দ্রাণী (বজ্র, শূল ও গদাধারিণী—ইন্দ্রের শক্তি)। অন্যদিকে দেবী চণ্ডিকার ললাটফলক থেকে চামুণ্ডা কালী এবং শরীর থেকে চণ্ডিকাশক্তি অপরাজিতা নির্গত হয়েছিলেন, যিনি আবার দেবীশরীর থেকে উদ্ভূত অতি ভয়ংকর এবং শব্দকারী শত শত শৃগালের দ্বারা বেষ্টিত। তাঁরই অপর নাম শিবদূতী। তিনি স্বয়ং শিবকে দূতকর্মে নিযুক্ত করেন। চণ্ডীর বর্ণনায় দেব

ও দেবীর শরীরজ মাতৃগণের সংখ্যা নয়—ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী, কালী বা চামুণ্ডা এবং শিবদূতী।

নারায়ণীস্তুতিতে দেবীকে 'পরমা মায়া' বলা হয়েছে। দেবীভাগবত (৬।৩১) বলেছেন,

''বিদ্যাবিদ্যেতি দেব্যা দ্বে রূপে জানীহি পার্থিব।
একয়া মুচ্যতে জন্তুরন্যয়া বধ্যতে পুনঃ॥''

দেবী বিদ্যা ও অবিদ্যারূপিণী। বিদ্যাকে আশ্রয় করলে মুক্তিলাভ হয়, অবিদ্যার দ্বারা প্রাণী বদ্ধ হয়।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে নারায়ণীস্তুতিতে দেবগণ দেবীকে প্রার্থনা করেছিলেন : সম্প্রতি যেমন অসুরবধের দ্বারা আমাদের রক্ষা করেছ, তেমন আমাদের সর্বদাই শত্রুভয় থেকে রক্ষা কোরো।

দেবী বললেন : হে দেবগণ, আমি বরদাত্রী। তোমরা মনে মনে জগতের কল্যাণকর যেকোনও বর প্রার্থনা করো। তোমাদের সেসবই প্রদান করব।

দেবগণ সকলেই ত্রিভুবনের সর্বপ্রকার বাধা প্রশমন ও শত্রুবিনাশের জন্য দেবীর কাছে প্রার্থনা জানালেন। দেবী তখন যুগে যুগে অবতাররূপে তিনি যে তাঁদের রক্ষা করেছেন এবং ভাবী যুগেও করবেন—সেই আশ্বাস দিলেন এবং নিজের ভবিষ্যৎ সপ্ত অবতারের বর্ণনা করলেন।

দেবীর ভাবী সপ্ত অবতারের মধ্যে প্রথম অবতার নন্দা দেবী। সময়সূচির কথা উল্লেখ থাকলেও তার অনুমান কষ্টকর। টীকাকারগণের অনুসরণে একটা আভাস পাওয়া যায়। বৈবস্বত মনুর অধিকারকালে অর্থাৎ সপ্তম মন্বন্তরে অন্য শুম্ভ ও নিশুম্ভের প্রাদুর্ভাব। দ্বিতীয় মন্বন্তরের বহু পরে নন্দগোপগৃহে যশোদার গর্ভজাত দেবী বহুদিন বিন্ধ্যাচলে অবস্থান করবেন। তাঁর মনোরম লীলাকথা বর্ণিত হয়েছে। সেই কনকবর্ণাভা কনকভূষণা দেবী একবার অকস্মাৎ শুম্ভ ও নিশুম্ভের সম্মুখীন হলেন। তারা দুজনেই দেবীর পাণিগ্রহণের প্রার্থনা জানালে দেবী বললেন : তোমাদের মধ্যে যে অধিক বলশালী আমি তাকেই ভজনা করব। তখন এই ভ্রাতৃদ্বয় পরস্পর সংগ্রাম করে প্রাণত্যাগ করল।

দ্বিতীয় দেবী রক্তদন্তিকারূপে কলিযুগের প্রারম্ভেই আবির্ভূত হবেন। বিপ্রচিত্তি অসুরের স্ত্রী দিতির গর্ভজাত সিংহিকা। তাঁদের সন্তানগণ বিপ্রচিত্তিবংশীয় দানব। সেই মহাসুরদের ভক্ষণ করে দেবীর দন্তসমূহ রক্তবর্ণ হবে। স্বর্গ ও মর্তে তাঁকে সকলে রক্তদন্তিকা নামে অভিহিত করবে। ইনি কালীর অংশভূতা। শুধু ধ্বংসই নয়, এই দেবী সর্ব আনন্দের সমুদ্রস্বরূপ। তিনি স্তন্যজাত অমৃত পান করিয়ে ভক্তদের সব কামনা পূর্ণ করবেন। এঁর অপর নাম হবে যোগেশ্বরী।

তৃতীয় দেবী শতাক্ষী। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এবং দেবীভাগবতে (৭।২৮) এই দেবীর আবির্ভাবলীলা বর্ণিত। লীলাভেদে তাঁর তিনটি নাম—শতাক্ষী, শাকম্ভরী ও দুর্গা। দুর্গমাসুর জেনেছিলেন—বেদই দেবগণের বল। সেই বেদ বিনষ্ট করার সংকল্প নিয়ে তিনি ব্রহ্মার আরাধনা করলেন এবং তাঁর কাছ থেকে বেদ চেয়ে নিলেন। দেবতাদের পরাভূত করার বলও প্রার্থনা করলেন। দুর্গমাসুর সকল বেদের অধীশ্বর হওয়ায় মর্তে বেদ বিলুপ্ত হল। যজ্ঞীয় হবির ভাগ না পেয়ে দেবগণও দুর্বল হয়ে গেলেন। দুর্গমাসুর দেবতাদের পরাজিত করে অমরাবতী অধিকার করলেন। দেবতারা তখন পৃথিবীতে গিরিগুহায় আশ্রয় নিয়ে পরমাশক্তির ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। যাগযজ্ঞ বন্ধ হওয়ার ফলে বৃষ্টি বন্ধ হল। শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টিতে পৃথিবী জলশূন্য—

''মৃতাঃ প্রজাশ্চ বহুধা গোমহিষ্যাদয়স্তথা।
গৃহে গৃহে মনুষ্যানামভবৎ শবসংগ্রহঃ॥''

মানুষ ও প্রাণিকুলের শবে ধরা পূর্ণ হল। এইরকম ভীষণ অনর্থ উৎপন্ন হলে ব্রাহ্মণগণ শরণাগত হয়ে দেবীর স্তব শুরু করলেন : হে দেবী আমাদের দয়া করুন, আমাদের প্রতি কুপিত হবেন না। ''জীবনেন বিনাস্মাকং কথং স্যাৎ স্থিতিরম্বিকে''

—জল ব্যতীত আমরা কীভাবে জীবনধারণ করব? হে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী, আমরা বারবার প্রণাম নিবেদন করি। (দেবীভাগবত ৫।২৮। ২৬-৩০)

ব্রাহ্মণ, দেবতা ও মুনিগণের আরাধনায় জগদম্বা 'শতাক্ষী'রূপে তাঁদের দর্শন দিলেন। 'শত' শব্দ এখানে অনন্তবাচী। ভুবনেশ্বরী অনন্ত নেত্রযুক্ত নিজের অদ্ভুত রূপ দেখালেন। তাঁর দেহকান্তি নীলাঞ্জনতুল্য ও নেত্র নীলপদ্মের মতন আয়ত ও অতিসুন্দর। তিনি কোটি সূর্যতেজের মতো প্রদীপ্ত অথচ 'করুণারসসাগরম্'—করুণার সাগরোপম, অখিল সৌন্দর্যের সার এবং অলৌকিক লাবণ্যময় তাঁর রূপ। তিনি নিজের অনন্ত নেত্র থেকে অবিরল বারিধারা বর্ষণ করলেন—যেন সন্তানের দুর্গতিতে মায়ের অশ্রুজল। নদী, তড়াগ সব জলে পূর্ণ হল। অন্যত্র দেখি সকলে স্তুতি করে বলছেন, ''কঃ কুর্যাৎ পামরান্ দৃষ্ট্বা রোদনং সকলেশ্বরঃ'' (৭।২৮।৭৩)—সদয়া পরমেশানী মাতা শতাক্ষী বিনা, পামরগণকে দেখে শক্তিময়ী হলেও অপর কে আর রোদন করবে? এরপর দেবীকে দেবতা ও ব্রাহ্মণগণ নিবেদন করলেন :

''ক্ষুধয়া পীড়িতা মাতঃ স্তোতুং শক্তির্ন চাস্তি নঃ।
কৃপাং কুরু মহেশানি বেদানপ্যাহরাম্বিকে॥''

—মা, আমরা ক্ষুধায় অতি কাতর, এজন্য আপনার স্তব করবার সামর্থ্যও আমাদের নেই। হে অম্বিকে, আপনি নিজগুণে কৃপা করে বেদের উদ্ধার সাধন করুন।

ভগবতী তাঁদের কথা শুনে আহারার্থ নিজ করস্থিত সুস্বাদু ফল, মূল, শাক প্রভৃতি আহার্য প্রদান করলেন এবং যতদিন না নতুন শস্যাদি উৎপন্ন হয় ততদিন ধরে বিবিধ রসপূর্ণ খাদ্যাদি দান করতে লাগলেন। পশুরাও তাদের ভোজ্য তৃণাদি লাভ করল। দেবী রসযুক্ত, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-জরা-মৃত্যু রোধকারী পুষ্প-পল্লব-মূল, ফল-শাক দ্বারা সকলের ভরণপোষণ করেছিলেন বলে তাঁর নাম হল 'শাকম্ভরী'। সপ্তম মন্বন্তরে তিনি দুর্গমাসুরের সঙ্গে তুমুল সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। ভগবতী শতাক্ষীর শরীর থেকে কালী, তারা, ষোড়শী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি শক্তিগণ আবির্ভূত হয়ে দৈত্যসেনা বধ করতে লাগলেন। একাদশ দিবসে তাঁর হাতে দুর্গমাসুর নিহত হল। শতাক্ষী, শাকম্ভরী, দুর্গা একই অবতারের কার্যভেদে তিনটি নাম। জলদান, অন্নদান ও দৈত্যবধ—যথাক্রমে শতাক্ষী, শাকম্ভরী ও দুর্গারূপে—কর্মভেদে এই নামভেদ মাত্র, অবতারভেদ নয়।

বৈবস্বত মন্বন্তরে পঞ্চাশতম চতুর্যুগে ভীমা দেবী ও ষাটতম চতুর্যুগে ভ্রামরী দেবীর আবির্ভাব হবে। ভীমা দেবী হিমালয়ে ভীষণ রূপ পরিগ্রহ করে রাক্ষস নিধন করে মুনিদের ত্রাণ করবেন। ইনি কালীর অংশভূতা ভয়ংকরী শক্তি, নীলবর্ণা, দংষ্ট্রাকরালবদনা। ইনি একবীরা ও কালরাত্রি বলেও অভিহিত হন। ইনি নিদ্রা ও দুরতিক্রম্যা তৃষ্ণারূপিণী।

দেবীকথিত সপ্তম অবতার ভ্রামরী। দেবীভাগবত অনুসারে তাঁর অঙ্গকান্তি কোটিসূর্যের মতো উজ্জ্বল। কোটি কন্দর্পের রূপও তাঁর রূপের কাছে ম্লান। চন্দনের অনুলেপনে তাঁর দেহ সুরভিত। বিচিত্র বস্ত্র, মাল্য ও আভরণে তিনি শোভিত। তাঁর কণ্ঠে নানা ভ্রমরসংযুক্ত পুষ্পমালা। তাঁকে ঘিরে কোটি কোটি বিচিত্র ভ্রমর ও ভ্রমরী গুনগুন করে হ্রীং মন্ত্র গান করছে। তিনি বরাভয়করা। প্রশান্তমূর্তি, করুণার অমৃতসাগর। তিনি মঙ্গলময়ী, সর্বময়ী, সর্বজননী।

ভ্রামরী দেবীর লীলা অভিরাম। তাঁর সময়ে অরুণ নামে পাতালের অধিপতি মহাসুর তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছে বর পায়—যুদ্ধে অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা, পুরুষ বা স্ত্রীলোক, দ্বিপদ, চতুষ্পদ বা উভয়াকার প্রাণী থেকে তার মৃত্যু হবে না। দর্পিত মহাসুর

স্বর্গপুরী আক্রমণ করে দেবতাদের পরাভূত করল। তাঁরা কৈলাসে দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে সমস্ত নিবেদন করলে আকাশবাণী হল : ''তোমরা ভুবনেশ্বরীকে ভজনা করো। তিনি তোমাদের কার্য সম্পন্ন করবেন। দৈত্যরাজ যদি গায়ত্রী ত্যাগ করে তবেই শক্তিহীন হবে।'' দেবতারা দেবগুরু বৃহস্পতিকে অরুণাসুরের কাছে পাঠালেন। বৃহস্পতির কৌশলে দেবমায়ায় মোহিত অরুণাসুর গায়ত্রীজপ ত্যাগ করে নিস্তেজ হয়ে পড়ল। ওদিকে দেবতারা দেবীযজ্ঞ শুরু করলেন। মায়াবীজ জপ করে কঠোর তপস্যায় রত হলেন।

দেবগণ স্তব করে অসুরবধের জন্য দেবীশক্তিকে প্রার্থনা করলেন। প্রসন্না দেবী ভ্রামরীমূর্তিতে আবির্ভূত হলেন। দেবগণের কাতর প্রার্থনায় তিনি হস্তস্থিত ভ্রমরসমূহকে প্রেরণ করলেন দৈত্যবাহিনী বিনাশের জন্য। তখন কোটি কোটি ভ্রমর উৎপন্ন হয়ে দেবীর ভ্রমরপঙ্‌ক্তির সঙ্গে মিলিত হল। ভুবন ভ্রমরে পরিব্যাপ্ত। সেই ভ্রমরবাহিনী অরুণাসুরের সৈন্যদলকে আক্রমণ করে তাদের বক্ষ বিদীর্ণ করল। অরুণাসুর সহ সব সৈন্য নিহত হল। ভ্রমরদল দেবীর কাছে ফিরে এলে দেবতারা সানন্দে দেবীর অর্চনা করলেন। দেবী প্রসন্না হয়ে অভীষ্ট বর দিয়ে অন্তর্হিতা হলেন। এই অদ্ভুত লীলা বর্ণনা করেছেন দেবীভাগবত (১০।১৩)।

'অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ'—দেবীর অবতার অসংখ্য। তার ইতি করা যায় না। দেবীর শক্তির প্রকাশ এযুগের অবতারসঙ্গিনী সারদা দেবীর মধ্যে আমরা দেখেছি। যুগাবতারের শক্তিকে অন্তরাল থেকে সঞ্চালিত করে এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণভাবকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, গতি দিয়েছেন তিনি। মানুষকে ত্রাণ করার মহাশক্তি নিয়ে এবারের আবির্ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণ তাঁর মধ্যে দেখতেন জগৎত্রাণকারিণী, বিশ্বপালিনী, সংহাররূপিণী এক মহাশক্তিকে। সাধারণ মানুষের অগোচর, ধ্যান-ধারণার অতীত সেই শক্তির প্রকাশকে আবৃত রেখেই এবার মায়ের মর্ত্যলীলাবিলাস। কখনও সখনও বিদ্যুতের মতো তার চকিত স্ফুরণ মানুষকে আত্মহারা করে তুলত। স্নেহময়ী জননী যখন অট্টহাসি হেসেছেন, তাঁর সঙ্গিনীদ্বয় আতঙ্কে 'সম্বর সম্বর' বলে তাঁকে প্রসন্ন করতে ব্যস্ত হয়েছেন। এবারের মধুর লীলা মানবীরূপে। তাই রুদ্ররূপের প্রকাশও সংহত, ক্ষণস্থায়ী।

আজ পৃথিবীর এই মহাদুর্দিনে আমরা তাঁকেই স্মরণ-মনন করছি। যেসব ভাবী মহাশক্তির আভাস শ্রীশ্রীচণ্ডীমাহাত্ম্যে দেখি তাঁরা সকলেই এবার এই মানবদেহধারিণী যুগদেবীর মধ্যে সংহত, যেমন অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতর সকল দেবদেবীর প্রকাশ। আজ সেই মহাশক্তির শরণাগত হয়ে প্রার্থনা করি : তোমার ভীষণ সংহারশক্তি সংবরণ করো মা, আমাদের রক্ষা করো জননী!

লেখক, পাঠক, গ্রাহক, কর্মী, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ী—সকলকে
শারদীয়া মহাপূজার শুভলগ্নে জানাই
সাদর নমস্কার, প্রীতি ও শুভেচ্ছা।
বিশ্বব্যাপী মহাসংকট থেকে জগজ্জননী সকলকে ত্রাণ করুন,
সকলের কল্যাণ হোক—তাঁর শ্রীচরণে এই কাতর প্রার্থনা।